On Line Teaching

Teachers Name ------- Mr. Oitri Roy

Schools Name -------- Raisina Bangali School

Chittaranjan Park

New Delhi -- 19

Class ----- 8

Subject ------ Bengali

Year ------ 2020 -- 2021

Term -1 সিলেবাসের প্রথম কবিতা কাজলা দিদি / যতীন্দ্র মোহন বাগচী

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই

মাগো, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই ?

পুকুর ধারে, নেবুর তলে

থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে

ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, একলা জেগে রই

মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

সেদিন হতে দিদিরে আর কেনই বা না ডাকো

দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো

খাবার খেতে আসি যখন

দিদি বলে ডাকি তখন

ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো
আমি ডাকি--- তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?

বলমা দিদি কোথায় গেছে আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে
আমিও যদি লুকোই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে।

ভূঁই চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে
বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে
দিস না তারে উড়িয়ে মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল
দিদি এসে শুনবে যখন বলবে কী মা বল?

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে
ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
নেবুর গন্ধে ঘুম আসেনা তাইতো জেগে রই
রাত হলো যে মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

১) কবি পরিচিতি --- যতীন্দ্র মোহন বাগচী (১৮৭৮ --- ১৯৪৮)

কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলার জমশেরে পুরের বিখ্যাত বাগচী জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা হরিমোহন বাগচী, মা গিরিশি মোহিনী দেবী।গ্রাম বাংলার শাশ্বত শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। গ্রামীণ জীবনের সুখ দুঃখ গুলিকে তিনি সহজ সরল ভাষায় সহৃদয়তার সঙ্গে তা□পর্য মন্ডিত করে প্রকাশ করেছেলিনে। যতীন্দ্র মোহন বাগচীর উল্লেখে যোগ্য কাব্য গ্রন্থ হল লেখো , কেয়ো , বন্ধুর দান , জাগরণী , নীহারিকা ইত্যাদি।

২) কাজলা দিদি কবিতাটি কবির " কাব্য মালঞ্চ " কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩) কবিতার ভাবার্থ ---- দিদি হারা একটি ছোট্ট ছেলে বা মেয়ে দিনরাত তার দিদিকে খুঁজে বেড়ায় আর মায়ের আঁচল ধরে প্রশ্ন করে। মা তার কথায় আঁচলে মুখ লুকায়।এক দিদি হারা বোন বা ভাইয়ের যে আকুতি এই কবিতায় ধরা পড়ে তা যেন পরম মমতায় লালিত আমাদের বাঙালি পারিবারিক জীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

৪) অর্থ লেখ ---

১. শোলোক -- ছোট ছড়া

২. থোকায় থোকায় --- গুচ্ছে গুচ্ছে

৩. আঁচল --- শাড়ির প্রান্ত ভাগ

৪. ভুঁই চাঁপা --- মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল

৫. মাড়াস নে --- পা দিয়ে পিষে যেও না

৫) গদ্য রূপ লেখ ----

১. নেবু ---- লেবু

২. রই --- থাকি

৩. কই --- কোথায়

৪. রবে ---- থাকবে

৫. জোনাই --- জোনাকী পোকা

৬.শোলোক ---- শ্লোক

৬) বিপরীত শব্দ লেখ ---

১. দিন --- রাত

২. ঘুম --- জাগরণ

৩. ঢাকা --- খোলা

৪. নতুন --- পুরোনো

৫. জ্বলা --- নেভা

৭) বাক্য রচনা করো ---

১. চাঁদ --- রাতের আকাশে তারাদের সঙ্গে চাঁদ দেখা যায়।

২. আঁচল -- মা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে।

৩. ফাঁকে ফাঁকে --- বড় বড় বাড়ি গুলির ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট আকাশ দেখা যাচ্ছে।

৪. ঘুম --- কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি।

৫. পুকুর --- আজকাল পুকুর বুজিয়ে বাড়ি ঘর তৈরি হচ্ছে।

৬. ফাঁকি --- লেখা পড়ায় কখনো ফাঁকি দিতে নেই।

৭. বাঁশ বাগান --- শহরে বাঁশ বাগান দেখা যায়না।

৮) প্রশ্ন গুলির উত্তর দাও ---

১. কে কাজলা দিদিকে খুঁজছে ?

উঃ একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে কাজলা দিদিকে খুঁজছে।

২. কাজলা দিদির প্রকৃত পক্ষে কী হয়েছে ?

উঃ কাজলা দিদি মারা গেছে অর্থাৎ ইহ লোক ত্যাগ করে পরলোকে গেছে।

৩. মা দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন ?

উঃ শিশু কে তো আর মৃত্যুর কথা বলা যায় না, তাই শিশুটি যখনই দিদির কথা জিজ্ঞেস করে তখন মায়ের বড়ো মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় আর তাই তিনি আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন।

৪. শিশুটির কেন ঘুম আসছেনা ?

উঃ ঝিঁঝি ডাকছে, পুকুর পাড় থেকে লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে, তার সাথে দিদির কথা মনে পড়ছে তাই শিশুটির ঘুম আসছেনা।

৫. ভুঁই চাঁপাতে কী ভরে গেছে ? শিশুটি মাকে কী সাবধান করছে ?

উঃ ভুঁই চাঁপাতে শেউলি গাছের তলা ভরে গেছে। শিশুটি মাকে সাবধান করছে এই বলে যে, তিনি যেন চাঁপা ফুলের গাছ গুলি মাড়িয়ে না দেন।

৬. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে ?

উঃ ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলি লুকিয়ে থাকে।

৭. কবিতায় শিশুটির যে মনের বেদনা তা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ কবিতাটিতে শিশুটির মনের বেদনা কবি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কাজলা দিদির কথা শিশুটির সবসময় মনে পড়ে। তার দিদির অনুপস্থিতি তাকে ব্যথিত করছে সবসময়।সে দিদির সঙ্গে পুতুল খেলত, দিদির সঙ্গে ঘুমোতে যেত, দিদির সঙ্গে খাবার খেত। আজ সে সব কাজে দিদির অস্তিত্ব অনুভব করছে। তাই সে কোনো কাজে মন বসাতে পারছেনা।দিদির কথা যখন সে মাকে জিজ্ঞেস করছে, মা চুপটি করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছছেন, কোনো উত্তর দিচ্ছেন না।তাই সে অপারগ হয়ে বলছে সেও দিদির মত কোথাও উধাও হয়ে যাবে, তখন মা বুঝবেন সন্তান হারানোর কষ্ট।

৮. ব্যাখ্যা লেখো --- বল মা দিদি কোথায় গেছে আসবে আবার কবে

কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে।

আলোচ্য পংক্তি দুটি কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী লিখিত কাজলা দিদি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই লাইন দুটিতে শিশুটি তার মাকে জিজ্ঞেস করছে তার কাজলা দিদির কথা। কাজলা দিদি আসলে মারা গেছে।শিশুটি তার কাজলা দিদির সঙ্গে পুতুল খেলত। কাল পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়েছে অথচ তার কাজলা দিদি নেই। মাও ঠিক মত দিদি কোথায় গেছে তা বলছেনা। তাই সে চিন্তিত হয়ে মাকে বলছে দিদি ছাড়া সে কেমন করে পুতুলের বিয়ে দেবে।